[ 2021 ] 7 এস. সি. আর. 444

**দ্য স্টেট অফ মধ্য প্রদেশ**

**বনাম**

**আশিস আওয়াস্তি**

**( 2021 সালের সিভিল আপিল নং 6903)**

**নভেম্বর 18,2021**

**[ এম. আর. শাহ এবং সঞ্জীব খান্না, জেজে।]**

পরিষেবা আইন-সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগ-উত্তরদাতার বাবা 08.10.2015-এ মারা যান যে মৃত্যুর সময় মৃত কর্মচারী কাজের দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং তিনি ছিলেন আকস্মিক তহবিল থেকে প্রদত্ত বেতন-যে উত্তরদাতাকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দেওয়া হয়েছিল। 2 মৃত কর্মীর মৃত্যুর সময় প্রচলিত নীতি অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ টাকা পরবর্তীকালে, নীতিটি 31.08.2016 তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশোধন করা হয়, যার অধীনে ডি-চার্জ কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তার উত্তরাধিকারী/নির্ভরশীলরা সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের অধিকারী হবেন-উত্তরদাতা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন-হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীদের নির্দেশ দেয় সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য উত্তরদাতার মামলা বিবেচনা করার জন্য এবং/অথবা পরবর্তী নীতি/বিজ্ঞপ্তি তারিখ 31.08.2016 বিবেচনা করার জন্য - আপিল, অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের স্থির পূর্বনির্ধারণ অনুসারে, নীতিটি শুধুমাত্র মৃত কর্মচারীর মৃত্যুর সময় প্রচলিত নীতিটি বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং পরবর্তী নীতিটি নয়-- বিষয়টির সেই দৃষ্টিতে, এফ ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত বিতর্কিত রায় এবং আদেশটি টেকসই নয় এবং বাতিল ও বাতিল করার যোগ্য-সুতরাং, উত্তরদাতা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি/নীতির ভিত্তিতে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের অধিকারী হবেন না তারিখ 31.08.2016-মৃত কর্মচারীর মৃত্যুর সময় প্রচলিত নীতি/বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কর্মভারের জন্য কর্মরত কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তার নির্ভরশীল/উত্তরাধিকারীরা ছিলেন সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের অধিকারী ছিলেন না এবং 500 টাকা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। 2 ক্ষতিপূরণ হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা আপিল নিষ্পত্তি করে আদালত বলেছেঃ 1. মৃত কর্মচারী 08.10.2015-এ মারা যান। মৃত্যুর সময় এইচ-এ, তিনি ওয়ার্ক চার্জ কর্মচারী হিসাবে কাজ করছিলেন,

আওয়াস্তি

যাকে আকস্মিক তহবিল থেকে বেতন দেওয়া হয়েছিল। মৃত কর্মচারীর মৃত্যুর সময় প্রচলিত একটি নীতি/বিজ্ঞপ্তি, অর্থাৎ, নীতি/বিজ্ঞপ্তি নম্বর-3-12/2013/1-3 তারিখ 29.09.2014 অনুসারে, কাজের চার্জে কর্মরত কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তার নির্ভরশীল/উত্তরাধিকারীরা সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের অধিকারী ছিলেন না এবং 500 টাকা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। 2 লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ। পরবর্তীকালে, নীতিটি 31.08.2016 তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশোধন করা হয়, যার অধীনে ওয়ার্ক চার্জ কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তার উত্তরাধিকারী/নির্ভরশীলরা সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের অধিকারী হবেন। 31.08.2016 তারিখের পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি/নীতির উপর নির্ভর করে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সি-কে আবেদনকারীদের জন্য উত্তরদাতার মামলা বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছে। সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে নিয়োগ। সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের নির্ধারিত পূর্বনির্ধারণ অনুসারে, শুধুমাত্র মৃত কর্মচারীর মৃত্যুর সময় প্রচলিত নীতিটি বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং পরবর্তী নীতি নয়। [ অনুচ্ছেদ 4] [447-জি-এইচ; 448-এ-সি]

2. ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এবং ওআরএস-এর ক্ষেত্রে। বনাম প্রমিলা এবং ( 2020 ) 2 এস. সি. সি. 729-এ বলা হয়েছে যে, সহানুভূতিশীল নিয়োগের দাবি শুধুমাত্র কর্মচারীর মৃত্যুর তারিখে প্রচলিত প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং পরবর্তী প্রকল্পটি খতিয়ে দেখা যাবে না। মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই আদালত একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছ এবং ওআরএস। বনাম অমিত শ্রীভাস, (2020) 10 এস. সি. সি 496। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, অমিত শ্রীভাসের ক্ষেত্রেও একই পরিকল্পনা বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়টি বিবেচনাধীন ছিল এবং এটি বলা হয়েছিল যে এফ মৃত কর্মীর মৃত্যুর তারিখে প্রচলিত প্রকল্পটি কেবল বিবেচনা করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডিভিশন বেঞ্চের বিতর্কিত রায় ও আদেশ টেকসই নয় এবং তা বাতিল ও বাতিল করার যোগ্য। [ অনুচ্ছেদ 4.1] [448-সি-এফ]

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র বনাম। মনোজ কুমার দেহারিয়া 2010

( 4 ) এমপিএইচটি 18-উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এবং ওআরএস। ভি। প্রমিলা এবং আনার। , ( 2020 ) 2 এসসিসি 729: [ 2020 ] 1 এস. সি. আর 408; মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য। ভি। অমিত শ্রীভাস, (2020) 10 এস. সি. সি 496-- উল্লেখ করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

মামলা আইনের রেফারেন্স

[ 2020 ] 1 এসসিআর 408 উল্লেখ করা অনুচ্ছেদ 4।

( 2020 ) 10 এস. সি. সি 496 উল্লেখ কর অনুচ্ছেদ 4।

নাগরিক আবেদনের বিচারঃ বি 2021-এর সিভিল আপিল No.6903।

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের 12.12.2018 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, ডাব্লু. এ. No.1559/2018-এ জব্বলপুরের বেঞ্চ।

সঙ্গে।

2021 সালের দেওয়ানি আপিল No.6904।

শ্রীমতি অঙ্কিতা চৌধুরী, ডেপুটি। এজি, শ্রীমতী সমৃদ্ধি জৈন, সানি চৌধুরী, মৃণাল এলকার মজুমদার, মণীশ যাদব, আইনজীবীরা। আবেদনকারীদের জন্য। প্রদীপ কুমার যাদব, বিশাল ঠাকরে, গোপাল সিং, সঞ্জীব মালহোত্রা, হীরা সিং রাওয়াত, আইনজীবীরা। উত্তরদাতার জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন এম. আর. শাহ, জে।

1. 2018 সালের 1559 নং ডব্লিউএ-তে জব্বলপুরের মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ই এবং 12.12.2018 তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, যার দ্বারা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত আপিলটি মঞ্জুর করেছে এবং হাইকোর্টের বিদ্বান একক বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত রায় ও আদেশ বাতিল করে দিয়েছে এবং নির্দেশ দিয়েছে যে আবেদনকারীরা-এখানে মূল উত্তরদাতারা-সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য মূল রিট আবেদনকারীর দাবি বিবেচনা করার জন্য, মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছে।

2. যে উত্তরদাতার বাবা এই পদে কাজ করছিলেন সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী, জি জেলা টিকমগড়, মধ্যপ্রদেশের কার্যালয়ে চৌকিদার। যে উত্তরদাতার বাবা 08.10.2015-এ মারা গেছেন। যে মৃত্যুর সময় মৃত কর্মচারী কাজের দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং তাকে বেতন থেকে বেতন দেওয়া আকস্মিক তহবিল। যে উত্তরদাতাকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 2 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। 2 মৃত কর্মচারীর মৃত্যুর সময় প্রচলিত নীতি, অর্থাৎ 29.09.2014 তারিখের নীতি অনুসারে লক্ষ লক্ষ টাকা। এর পর

মৃত কর্মচারীর মৃত্যু, সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের নীতিটি 31.08.2016 তারিখের সার্কুলারের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছিল এবং এটি বিধান করা হয়েছিল যে ওয়ার্ক চার্জে কর্মরত কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তার উত্তরাধিকারী/নির্ভরশীলদের মধ্যে একজন সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের যোগ্য হবেন।

. 2.। বি-র উচ্চ আদালতে প্রতিবাদী একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন, যা আইন অনুসারে প্রতিবাদী কর্তৃক পছন্দের প্রতিনিধিত্বের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আবেদনকারীদের নির্দেশ দিয়ে বিদ্বান একক বিচারক দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়। এরপরে উত্তরদাতা সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন এবং নীতি/বিজ্ঞপ্তি তারিখের ভিত্তিতে 15.03.2017 তারিখের আদেশের মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। 31.08.2016 সম্ভাব্যভাবে ডব্লিউ. ই. এফ. 22.12.2016 প্রযোজ্য হবে এবং যেহেতু মৃত কর্মচারী 08.10.2015-এ মারা গেছেন, অর্থাৎ সংশোধিত নীতির আগে, উত্তরদাতা সহানুভূতির ভিত্তিতে কোনও নিয়োগের অধিকারী হবেন না। এরপরে উত্তরদাতা 2017 সালের 10903 নং রিট পিটিশন হিসাবে হাইকোর্টে একটি নতুন পিটিশন দায়ের করেন। বিজ্ঞ একক বিচারক উক্ত রিট পিটিশনটি খারিজ করে দিয়ে বলেন যে, 'ডি' মৃত ওয়ার্ক চার্জ কর্মচারীর মৃত্যুর সময় প্রচলিত নীতি বিবেচনা করে, তার নির্ভরশীল/উত্তরাধিকারীরা সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের অধিকারী হবেন না এবং পরবর্তী নীতি/বিজ্ঞপ্তি তারিখ 31.08.2016 প্রযোজ্য হবে না। উত্তরদাতা 2018 সালের 1559 নং ডব্লিউ. এ-তে ডিভিশন বেঞ্চের কাছে আবেদন করেন এবং 2010 (4) এম. পি. এইচ. টি 18-তে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র বনাম মনোজ কুমার দেহারিয়ার মামলায় মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনটি মঞ্জুর করেছে এবং আবেদনকারীদের নির্দেশ দিয়েছে যে সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য উত্তরদাতার মামলাটি বিবেচনা করার জন্য এবং/অথবা পরবর্তী নীতি/বিজ্ঞপ্তি তারিখের উপর নির্ভর করে

। 2. 2 বিতর্কিত রায়ে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করা এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে, মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বর্তমান আপিলটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

3. আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিদ্বান পরামর্শ শুনেছি। দৈর্ঘ্যে।

4. মৃত কর্মচারী 08.10.2015-এ মারা যান। সেই সময়ে মৃত্যুতে, তিনি ওয়ার্ক চার্জ কর্মচারী হিসাবে কাজ করছিলেন, যাকে আকস্মিক তহবিল থেকে বেতন দেওয়া হত। মৃত কর্মচারীর মৃত্যুর সময় প্রচলিত নীতি/বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, অর্থাৎ নীতি/বিজ্ঞপ্তি নং

3-12/2013/1-3 তারিখের 29.09.2014 কাজের চার্জে কর্মরত কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তার নির্ভরশীল/উত্তরাধিকারীরা সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের অধিকারী ছিলেন না এবং 500 টাকা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। 2 লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ। পরবর্তীকালে, নীতিটি 31.08.2016 তারিখের সার্কুলারের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়, যার অধীনে ওয়ার্ক চার্জ কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তার উত্তরাধিকারী/নির্ভরশীলরা এই অধিকারের অধিকারী হবেন। সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে নিয়োগ। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি/নীতির উপর নির্ভর করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীদের সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য উত্তরদাতার মামলা বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছে। সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের স্থির পূর্বনির্ধারণ অনুসারে, সি শুধুমাত্র মৃত কর্মচারীর মৃত্যুর সময় প্রচলিত নীতি বিবেচনা করা প্রয়োজন, পরবর্তী নীতি নয়।

4.1 ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এবং ওআরএস-এর ক্ষেত্রে। বনাম প্রমিলা , ( 2020 ) 2 এস. সি. সি 729-এ বলা হয়েছে যে, সহানুভূতিশীল নিয়োগের দাবি শুধুমাত্র কর্মচারীর মৃত্যুর তারিখে প্রচলিত প্রাসঙ্গিক ডি প্রকল্পের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং পরবর্তী প্রকল্পটি খতিয়ে দেখা যাবে না। মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও এই আদালত একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। বনাম অমিত শ্রীভাস, (2020) 10 এস. সি. সি 496। এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে অমিত শ্রীভাসের (উপরে) ক্ষেত্রে বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রকল্পটি বিবেচনাধীন ছিল এবং এটি বলা হয়েছিল যে এই প্রকল্পটি প্রচলিত ছি শুধুমাত্র মৃত কর্মীর মৃত্যুর তারিখ বিবেচনা করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডিভিশন বেঞ্চের বিতর্কিত রায় ও আদেশ টেকসই নয় এবং তা বাতিল ও বাতিল করার যোগ্য।

4.2 উত্তরদাতার পক্ষ থেকে জমা দেওয়া যে পরে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশে, উত্তরদাতা নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাই তার নিয়োগ বিঘ্নিত নাও হতে পারে, প্রত্যাখ্যানের যোগ্য। একবার ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ বাতিল হয়ে গেলে এবং বাতিল হয়ে গেলে, প্রয়োজনীয় পরিণতি অনুসরণ করা হবে এবং নিয়োগ করা হবে প্রতিবাদী, যা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং আদেশ অনুসারে ছিল, তাকে রক্ষা করা যায় না।

5. উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, বর্তমান আবেদনটি সফল হয়, 2018 সালের ডাব্লুএ No.1559-এর জব্বলপুরের মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত বিতর্কিত রায় এবং আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হয় এবং বাতিল করা হয়

আওয়াস্তি [এম. আর. শাহ, জে।]

পর্যবেক্ষণ করে যে উত্তরদাতা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি/নীতির তারিখ 31.08.2016-এর ভিত্তিতে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের অধিকারী হবেন না। জানা গিয়েছে যে, এই পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা। 2 2014 সালের নীতি/প্রকল্প অনুসারে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হিসাবে উত্তরদাতাকে যে লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল তা উত্তরদাতা ফেরত দিয়েছেন। যদি তা-ই হয়, তা হলে সেই একই 'খ' উত্তরদাতাকে প্রদান করা যেতে পারে।

2021 সালের দেওয়ানি আপিল No.6904 দেওয়ানি আপিলের রায় ও আদেশে বর্ণিত কারণগুলির জন্য

2021 সালের 6903 নং নং নং-এ, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক 2019 সালের রিট আপিল নং 2003-এ গৃহীত বিতর্কিত রায় ও আদেশটিও বাতিল এবং বাতিল করার যোগ্য কারণ বর্তমান মামলায়ও, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীদের পরবর্তী স্কিম/বিজ্ঞপ্তি প্রয়োগ করে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য উত্তরদাতার মামলা বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছে এবং যদিও মৃত কর্মচারীর মৃত্যুর তারিখে প্রচলিত স্কিম/বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, যিনি প্রাসঙ্গিক সময়ে ওয়ার্ক চার্জ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন, তিনিও বাতিল এবং বাতিল হওয়ার যোগ্য এবং ফলস্বরূপ, বর্তমান আপিলটিও অনুমোদিত।

16.12.2019 তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ দ্বারা পাস করা হয়েছে

মধ্য প্রদেশের উচ্চ আদালত, জব্বলপুর 2019 সালের ডব্লিউ. এ নং 2003-এ ই-কে বাতিল করে এবং বাতিল করে দেয়। যাইহোক, মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

মুলতুবি থাকা আবেদনগুলিও, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হ।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

**DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

**দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক

এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Sukanta Sen**